Vol. 8 | No. 1 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)

Volume	8
Issue	1
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ মুর্তজা আলী
Published online	June 15, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i1.9
Pages	274-281
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*

(আধুনিক যুগ)

সৈয়দ মুর্তজা আলী

বাংলা সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় তুর্কী সুলতানদের আমলে। তাঁদের সাহায্য ও উৎসাহে এ সাহিত্য পত্রপুষ্পে মুকুলিত হয়ে সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসনের দাবীদার হয়। এর গায়ে মুসলমানী ছাপ তো আছেই — মুসলমানদের থেকে খোরাক ও পোষাক পেয়ে এ সাহিত্য হয়েছে সমৃদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের সার্থক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন পথিকৃত। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধেও তিনিই প্রথম সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রীডার রূপে আহূত হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁর মৃত্যুর (১৯৩৯ খ্রীঃ) পরে "প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এর পরে কবি আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম বাংলা কাব্য সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ধারা নির্ণয়ের সার্থক প্রয়াস করেন। আবদুল কাদির কাব্য মালঞ্চের (১৯৪৫ খ্রীঃ) ভূমিকায় কাব্য সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে একটী তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ১৯৫০ সালে নাজিরুল ইসলাম মোহম্মদ সুফিয়ান মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে "বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস" প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয় — এ ভাষা প্রাচীন দ্রাবিড়দের ভাষা — গ্রন্থকারের এই নূতন অসমর্থিত মতবাদ গ্রন্থটীর অন্যান্য উৎকর্ষের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে বাধার সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের একটী উজ্জ্বল অধ্যায় পুথি সাহিত্য সম্বন্ধে। উর্দু-ফারসী সাহিত্য থেকে প্রচুর মাল-

---

*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ); মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, পৃঃ ৪৪৭+৩৮, ষ্টুডেন্টস্‌ওয়েজ বাংলা বাজার, ঢাকা, মূল্য দশ টাকা।

মশলা সংগ্রহ করে সুফিয়ান সাহেব বাংলা পুথি সাহিত্যের উৎসের সন্ধান দিয়েছেন।

এই ক্ষেত্রে সুকুমার সেনের ইসলামী বাংলা সাহিত্য (১৯৫১) একটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর পরে ডক্টর এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৫) প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে এটী একটী পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। আধুনিক যুগ সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

অতীত সাধনার মধ্যেই ভবিষ্যৎ সাফল্যের দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। কাজেই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না জন্মালে সাহিত্য ক্ষেত্রে অভাব অসম্পূর্ণতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। এর জন্য যে জ্ঞানবত্তা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তা সহজে আয়ত্ত করা যায় না। ইতিহাসের মূল উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসার দরকার। আর বিশেষ প্রয়োজন লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও প্রখর ইতিহাসবোধ। কোন বইটীর ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কোন বইটীর নাই — এ বিষয় নির্ধারণে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে নানা ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের পক্ষে দেশের অতীত দিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

১৯৫৬ সালে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ) প্রকাশ করে এ যুগে মুসলমানদের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে একটী তথ্যবহুল ও তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ সাহিত্য রসিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। আট বৎসর পরে এই সুলিখিত ইতিহাসের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ আমাদের সাহিত্যের একটী পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি (১৯৫৮) ডক্টর কাজী আবদুল মন্নানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান' (১৯৬১), ও অধ্যাপক মনসুর

উদ্দীনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' ১ম খণ্ড (১৯৬১) ২য় খণ্ড (১৯৬৪) এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বাংলা সাহিত্যের মুসলিম লেখকদের একটী তথ্যপূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হয় ১৩২২ বাংলার (১৯১৫ খ্রীঃ) 'সাহিত্য পঞ্জিকায়।' এই বিবরণী সংকলন করেন রওসন আলী চৌধুরী। এর পরে ১৩৩০ বাংলার (১৯২৬ খ্রীঃ) বার্ষিক সওগাতে ৭২ জন মুসলমান লেখক লেখিকার পরিচয় সম্বলিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণে গ্রন্থকারদ্বয় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে বর্তমান সমালোচকের অধ্যয়ন ও জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তবু তিনি সবিনয়ে নিবেদন করতে চান বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান লেখকদের অবদান সম্বন্ধে আর কোন পুস্তক নাই যাতে এত অধিক তথ্য ও নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সুযোগ্য গ্রন্থকারদ্বয় যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সংস্করণে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সংযোজন করা হয়েছে। যে সকল নূতন লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক আবদুল জব্বার, আলাউদ্দীন আহমদ, নওসর আলী খান ইউসুফজয়ী, রওসন আলী চৌধুরী, তরিকুল আলম, ইদরিস আলী, হামিদ আলী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস ও বিষ্ণু দে।

অধ্যাপক আবদুল হাই প্রধানত গদ্য সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান দায়িত্ব নিয়েছেন কাব্য ও নাটকের। অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের লিখিত অংশের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ বিভাগ হচ্ছে ইসলামী সাহিত্য। এই অধ্যায়ে বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের একটী পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আমপারার অনুবাদের পথিকৃত রংপুরের আমিরুদ্দীন বসুনিয়ার অনুল্লেখ। সাহিত্য বিশারদের 'প্রাচীন পুথির বিবরণে' এই অনুবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইদানীং বাংলা একাডেমী পত্রিকায়ও এই অনুবাদের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্বন্ধে একটী তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটীর মূল্য ও ব্যবহার-যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাব্য সাহিত্য ও নাটক বিভাগে বাংলা নাটক সম্বন্ধে একটী প্রামাণিক সুলিখিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সৈয়দ আলী আহসানের পঠন ও পাঠন বিস্তৃত। এই অধ্যায়টী অত্যন্ত মূল্যবান। মধুসূদন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস ও বিষ্ণু দে সম্বন্ধে আলোচনাগুলি উচ্চমানের।

গ্রন্থের অন্তে ৩৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী নির্ঘণ্ট — সকল পাঠকের কাছে এর ব্যবহার-যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশিকা স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত হলে পাঠক সম্প্রদায় আরও অধিক উপকৃত হতেন।

গ্রন্থকারদ্বয়ের সকল মতামতের সহিত অন্যেরা একমত হবেন তা অস্বাভাবিক। যে-সকল বিষয়ে দৃষ্টি দিলে ভবিষ্যতে এই মূল্যবান গ্রন্থের ব্যবহার যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে পারে, সে সম্বন্ধে কয়েকটী ইঙ্গিত নিবেদন করছি।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান লেখকদের সাধনা সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থ আদর্শ স্থানীয় গণ্য হবে। এ রকম আদর্শস্থানীয় ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থে প্রত্যেকটী উক্তি ও সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। বইটী যদি শুধু শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের জন্য অভিপ্রেত হত, তবে প্রমাণের উল্লেখ না থাকা নিয়ে অভিযোগের কথা উঠতে পারত না। এই গ্রন্থ ভবিষ্যতের গবেষকদের দিক-দর্শনী রূপেও ব্যবহৃত হবে। যথাস্থানে যথাযোগ্য ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণের উল্লেখের অভাব সত্য নির্ণয়ের অন্তরায় হবে ও গবেষকদের পথে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। গ্রন্থকারদ্বয়ের উল্লেখিত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের যে-অবকাশ থেকে গেল, তা এই মূল্যবান ইতিহাসের একটী উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। আগামী সংস্করণে একটী প্রমাণপঞ্জী যুক্ত হলে অধ্যাপক ও গবেষকদের কাছে এই বইয়ের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাবে।

দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, ভাষা ও আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে স্বাভাবিক সমতার অভাব গ্রন্থখানির সমগ্র-দৃষ্টি ব্যাহত করেছে। নিম্নে এই গ্রন্থের কয়েকটী সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পৃঃ ১০, "হাজী শরীয়তুল্লা ১৮২৮ সালের দিকে পরিণত বয়সে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।" এসম্বন্ধে লেখক জেমস টেইলরের মত অনুসরণ করে ভ্রমে

পতিত হয়েছেন। ফরাজী আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গবেষক ডক্টর মইন উদ্দীন আহমদ খাঁর মতে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১—১৮৪০ খ্রীঃ) ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে এ দেশে ফিরেন ও ১৮১৯ সালে তাঁর পুত্র দুধু মিয়ার জন্ম হয় (Journal of Pakistan Historical Society Vol. III পৃঃ ১৯২ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ১১, "তীতুকে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব অবহেলা করে একটী স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হয়।" তিতুমীরের অভ্যুত্থান স্বল্পকাল স্থায়ী সাময়িক বিদ্রোহ মাত্র ছিল। 'স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা' এ ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি।

পৃঃ ১৫, "বাংলা দেশের দু' একটী পরিবার ছাড়া মোটামুটি সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই বাংলার মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেনি।" সার আজিজুল হকের History and problems of Muslim education in Bengal ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেণ্ডার থেকে জানা যায় বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিন শ'র অধিক মুসলমান গ্রাজুয়েট হন। কাজেই উপরোক্ত উক্তি ত্রুটিমুক্ত নয়।

পৃঃ ১৬, লেখক বলেছেন সৈয়দ হামজা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন। অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জমানের মতে (সাহিত্য পত্রিকা—১৩৬৫) এই কাব্য ১৭৯৭ সালে রচিত হয়। ডক্টর জমান হামজা ও গরীব উল্লা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন। তার মতই এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

পৃঃ ৬৩, অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের মতে গোলাম হোসেনের 'হাড়জ্বালানী' গ্রন্থে সমাজ সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট। সৈয়দ আলী আহসান (পৃঃ ৩৭৩) কিন্তু বলেন "পরিচর্যাহীন এবং বিশেষত্বহীন এই গ্রন্থটী সাহিত্যের ইতিহাসে কোন স্বাক্ষর রেখে যায় নি।"

পৃঃ ৭৫, গ্রন্থকার বলেছেন সৈয়দ আমীর আলীর সহায়তায় Muhammedan Literary Society গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে এই সমিতির সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর সংযোগ ছিল না। (Pakistan : An Anthology গ্রন্থে অধ্যাপক আনিসুজ্জমানের Mohammedan Literary Society প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৮৪, অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের মতে নীলদর্পণ ও জমিদারদর্পণের বিষয়বস্তু মূলত এক। সৈয়দ আলী আহসানের মতে (পৃঃ ৩৭৫) উভয় নাটকে নামকরণে সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তু ও ঘটনা সংস্থানের দিক থেকে পার্থক্য আছে।

পৃঃ ১০৪, লেখক মীর মশাররফ হোসেনের 'এসলামের জয়'কে অবিসংবাদিত ভাবেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ সমালোচকের মতে মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী, উদাসীন পথিকের মনের কথা ও বিবি কুলসুম। 'এসলামের জয়' ইত্যাদি গ্রন্থ পুথি সাহিত্যের বিশেষত্ববর্জিত পুনর্নিমাণ।

পৃঃ ১১৬, অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের মতে মৌলুদশরীফের বাংলা দরুদ রচনা-গুণে চমকপ্রদ। কবি সৈয়দ আলী আহসানের মতে (পৃঃ ৩২৭) মৌলুদ-শরীফ গ্রন্থে "পদ্যের ব্যবহার আছে কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদীর গতানুগতিক সঙ্গতি ছাড়া কবিতার অন্য কোন নিদর্শন তার মধ্যে নেই।"

পৃঃ ১৪৩, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর একখানি গ্রন্থের নাম বলা হয়েছে 'মুসলমানের অভ্যুত্থান'। সওগাত (১৩৩৩) থেকে কিন্তু এই বইর নাম পাওয়া যায় 'ইসলাম জগতের অভ্যুদয়।' সওগাতে 'সুদ সমস্যা' নামে ইসলামাবাদীর আর একখানি মুদ্রিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকায় তাঁর 'ইসলাম ও স্বাধীনতা' নামক আর একখানি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ আছে।

পৃঃ ১৪৮, কাজী আকরাম হোসেনের মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৬২ খ্রীঃ। ৪৩৪ পৃঃ, কিন্তু তারিখ ১৯৬৩ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃঃ ১৬২, অধ্যাপক আবদুল হাই লিখেছেন গিরীশচন্দ্র সেনের কোরানের বাংলা অনুবাদ ১৮৮১—৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আলী আহসান (৪৪৪ পৃঃ) এর তারিখ দিয়েছেন ১৮৮৯ খ্রীঃ।

পৃঃ ১৯৩, এতে বলা হয়েছে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এফ, এ, পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ঐ পরীক্ষা পাশ করেন নাই। আরও বলা হয়েছে তিনি ফৌজদারী আদালতের চাকরী ছেড়ে দেন। বাস্তবিক পক্ষে 'জ্যোতি' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় ও বহু পরে তিনি পুনরায় সরকারী চাকুরী লাভ করেন।

পৃঃ ২৪২, এ স্থলে বলা হয়েছে একরাম উদ্দীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি কিন্তু ছিলেন সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে মারা যান। আমাদের দেশে এ বয়সে মৃত্যু অকাল মৃত্যু বলা যায় না।

পৃঃ ৩৪৯, এখানে বলা হয়েছে সৈয়দ এমদাদ আলী অল্প কিছুদিনের জন্য নবনুরের সম্পাদক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নবনুর যতদিন চলেছিল ততদিনই এমদাদ আলী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পৃঃ ৪২৮, এ স্থলে বলা হয়েছে কামালপাশা খেলাফত উঠিয়ে দেন ও তৎপরে প্রতিবাদ স্বরূপে আমাদের দেশে খেলাফত কমিটী স্থাপিত হয়। কামালপাশা কিন্তু খেলাফত উঠিয়ে দেন ১৯২৪ খ্রীঃ। আমাদের দেশে খেলাফত কমিটী স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৯—২০ সালে।

পৃঃ ৪৪৪, ওমর খৈয়মের রুবাইয়াতের বাংলা অনুবাদকের মধ্যে নরেন্দ্র দেব ও কান্তিচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখিত হয়েছে। নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে এটী কাব্য-প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। কান্তি ঘোষের অনুবাদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা হয় নি। অধিকাংশ সমালোচকের মতে বাংলা ভাষায় রুবাইয়াতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কান্তি ঘোষ। বস্তুত কান্তি ঘোষের কবি খ্যাতি শুধু এই অনুবাদের উপরেই নির্ভরশীল।

দুই গ্রন্থকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাবের জন্য এই উৎকৃষ্ট প্রামাণিক ইতিহাসে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। পুনরুক্তি গ্রন্থের মেদবৃদ্ধি করে, স্বাদবৃদ্ধি করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলুল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে কাব্য বিভাগে। গদ্য সাহিত্য বিভাগে কথাশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্র নাথের অবদানের উপযুক্ত সমালোচনার অভাব।

মীর মশাররফ হোসেন সম্বন্ধে আলোচনা অতি বিস্তৃতির দোষে দুষ্ট। গাজী মিয়ার বস্তানী ইদানীং পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। এই সহজ লভ্য গ্রন্থ থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল না। কবিগান ও বাউল সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতের আলোচনা করা হবে।

আধুনিক কালে সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পটভূমির আলোচনা অত্যাবশকীয় মনে করা হয়। ইদানীং অসিতকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছেন, তাতে তিনি লেখকদের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করেছেন। ঐ সকল আলোচনা সাহিত্যিকদের সমসাময়িক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে সাহায্য করে। আলোচ্য গ্রন্থে সমগ্র ব্রিটীশ যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপটের আলোচনা থাকলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝা সহজ হত।

গদ্য সাহিত্য বিভাগে প্রবন্ধ, ইসলামী-সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অভাব এই ইতিহাসকে অসম্পূর্ণ করেছে। কথা-সাহিত্য সৃজনধর্মী সাহিত্যের একটী উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। প্রত্যেক সাহিত্য তার সৃজনধর্মী সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উপযুক্ত আসনের অধিকারী হয়। কাজেই আধুনিক কথা-সাহিত্যের মূল্যায়ন ও দিগ্‌দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসের একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আনোয়ারা, আবদুল্লাহ, রাঙা প্রভাত ইত্যাদি কয়েকখানি উপন্যাসের আলোচনা আছে। কিন্তু মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা, লাল শালু, সূর্য্যদীঘল বাড়ী, কাশ বনের কন্যা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র নাই। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে কথা-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা হবে।

এ স্থলে আলোচনার অসমতার সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নাটকের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক লেখকদের রচনা সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক লেখকদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কথা সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি বিভাগে কিন্তু আধুনিক লেখকদের রচনা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয় নি।

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এর সাবলীল ভাষা ও সুষ্ঠু প্রকাশ ভঙ্গী। বিশেষত সৈয়দ আলী আহসান নিজের স্বভাবজাত কাব্যশক্তির সঙ্গে অনায়াসে একটি অনবদ্য গদ্য রচনা-শৈলী আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তী ইতিহাস লেখকদের কাছে এই গ্রন্থ আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকবে। প্রকাশক গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে যত্নের ত্রুটি করেন নি। বর্তমান সংস্করণে ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইয়ের মান অনেক উন্নত হয়েছে। মোটের উপর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শাখায় এই প্রামাণিক তথ্য-সমৃদ্ধ সুখপাঠ্য গ্রন্থ দীর্ঘকাল যাবত একটী উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে।

লেখক পরিচিতি

॥ মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন),
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ সৈয়দ আলী আহসান, এম-এ (ঢাকা),
পরিচালক, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ॥

॥ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম. এ. (ঢাকা), ডি. লিট্ (কলিকাতা),
অধ্যক্ষ, ফারসী বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া ॥

॥ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, এম. এ. (কলিকাতা), ত্রিপিটক-বিশারদ,
অধ্যাপক, পালি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আবদুল করিম, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (ঢাকা),
পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন),
রীডার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আহ্‌মদ শরীফ, এম. এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ খোদেজা খাতুন, এম. এ. (ঢাকা),
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ; ইডেন গার্লস কলেজ ঢাকা ॥

॥ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, এম. এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ সৈয়দ মুর্তজা আলী, বি, এস্, সি, অনার্স (কলিকাতা),
কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

এই সঙ্গে পড়ুন

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪। প্রতি সংখ্যা ২·০০।

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৬-৬৭ ও ১৩৭০। প্রতি সংখ্যা ২·৫০।

পুথি-পরিচিতি

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি পরিচয়। সম্পাদক ঃ আহমদ শরীফ। দাম ২০·০০।

আলাওল-বিরচিত 'তোহ্‌ফা'। ২·০০

মুহম্মদ খান বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ'। ২·৫০

রসুল বিজয়। ২·০০

মুসলিম কবির পদসাহিত্য। ২·৫০

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ

মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচিত। ২·৫০

আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র

অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত। ২·৮০

ড্রাইডেন ও ডি· এল· রায়

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী রচিত। ২·৫০

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'। ১৩৭০

মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত। ২·৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নওরোজ কিতাবিস্তান,
বাংলা বাজার ও নিউ মার্কেট;

নলেজ হোম,
নিউ মার্কেট, ঢাকা

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

ফার্মা কে· এল· মুখোপাধ্যায়,
৬১/১-এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY
OF

NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI

By MUHAMMAD ABDUL HAI

Price : Rs. 15/-

"fresh and full of interest to all students of Linguistics."

—J. R. Firth
Late Professor Emeritus of Linguitics, University of London

"an outstanding contribution by an Indo-Pakistan scholar on one of the major languages of the sub-continent..."

—Suniti Kumar Chatterjee
Nantional Professor of India

"The Science of Phonetics had its brilliant biginnings in ancient India, and in recent times its influence has merged with the development of western linguistics to the benefit of both steams of scholarship. It is, therefore, particularly gratifying when the current techniques are applied by scholars from the Indo-Pakistan sub-continent to their modern language.

Mr. Hai's book...is an excellent exemplification of such work."

—W. S. Allen,
Professor of Comparative Philology, University of Cambridge.

THE SOUND STRUCTURES OF ENGLISH & BENGALI

By M. A. HAI & W. J. HALL

Price : Rs. 8-00

"In this book, the first of its kind in East Pakistan, the authors have analysed and compared the sounds of English and Bengali... It provides ample opportunity for teachers, students and all Bengalees who want to improve their spoken English."

TRADITIONAL CULTURE IN EAST PAKISTAN

By Dr. M. SHAHIDULLAH & Prof. M. A. HAI

Price : Rs. 7·50

A survey under UNESCO project : Historical analysis and descriptive narrations with 40 illustrations and photographs. Highly appreciated by Prof. Suniti Kumar Chatterjee, National Professor of India, Prof. M. Barash, UNESCO Adviser, Technical Assistance Mission, (Social Science); Mr. A. Ahmed, Head, Dept. of Sociology, Dacca University, Prof. S. N. Q Zulfiqar Ali and others.